মহাসমাবেশে ধার্মীক নেতারা

http://www.prothom-alo.net/v1/newhtmlnews1/category.php?CategoryID=1&Date=2005-12-19&filename=19h12

পাঠক, গত ১৯-১২-২০০৫ ইং তারিখে প্রথম আলোর উপরের লেখাটি না পড়ে থাকলে দয়া করে পড়ে নিন।

কিছু উধৃতি এখানে তুলে ধরছি। আপনি ধার্মিক/অধার্মিক যেই হোন না কেন মাথাটা চিন চিন করে উঠবে। যেমনঃ

''বাজার থেকে জিহাদের বই বন্ধ করতে হলে প্রথমে কোরান বন্ধ করতে হবে।''

(যখন কিছু সমালোচক জিহাদের সাথে কোরানের মিল খুঁজে পায় তখন কিছু লোক চিৎকার করে ওঠে কেন বুঝি না!)

''ইসলামের জন্য প্রয়োজনে বুকের রক্ত দিতে প্রস্তুত।''

(সাবাস, সুইসাইড বোম্বাররা সাবাস (বাট ওয়েট এ মিনিট, যারা এ কথা বলছে তারা কিন্তু কখনও সুইসাইড বোম্বার হবে না!) একেই বলে বীরের জাত, ত্যাগ স্বীকার করতে জানে! দু'বেলা পেট ভরে খেতে না পারলে কি হবে, বুকে রক্ত তো ঠিকই আছে! তোমাদের গড যখন এতোটাই দুর্বল, তখন তোমাদেরকেই এ গরুদায়িত্ব নিতে হবে! কি আর করা!)

''কওমি মাদ্রাসার ওপর হাত দিলে দেশের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে।''

(সাবাস, বাঙালী সাবাস!)

''একমাত্র কওমি মাদ্রাসাই দেশে 'এক নম্বর' নাগরিক তৈরী করে। অন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'দুই নম্বর' নাগরিক তৈরী করে।''

(সর্বনাশ! আবিদ, জিয়াউদ্দিন সাহেবরা বুয়েটে পড়েও নিশ্চয় এখনও 'দুই নম্বর' নাগরিকই রয়ে গেছে কারণ তারা কেহই কওমি মাদ্রাসায় পড়েনি, নাকি পড়েছে? না পড়ে থাকলে আপনারা এক্ষুনি কওমি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে 'এক নম্বর' নাগরিকের সার্টিফিকেট যোগার করুন প্লিজ! তা না করলে আপনারা কিন্তু মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না!)

''এ দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে।''

(মাশাল্লাহ্!)

ব্র্যাকেটের কমেন্টগুলো আমার।

দেশের এ ক্রান্তিলগ্নে তাবলীগের ভূমিকাঃ

তাবলীগে কখনও না গেলেও তাদের কয়েকটি সার্মোন শুনেছি। সত্য কথা বলতে কি নেগেটিভ তেমন কিছু খুঁজে পাইনি যেটা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। হেইটফুল সার্মোন ও শুনেছি বলে মনে হয় না। আবার তেমন পজেটিভ কিছুও খুঁজে পাইনি। অভিজ্ঞতা খুবই সামান্য। এ সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে কোন কনক্লুশনে আসা মনে হয় ঠিক নয়। তবে একটি ব্যাপার আমাকে খুবই বিরক্তিকর লাগতো যখন একজন উঠে খাতা-কলম নিয়ে জিজ্ঞেস করতো, ‘‘কে কে কতো দিনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় যাবেন (নাম লেখাবেন)’’। তিন দিন? সাত দিন? এক মাস? এক চিল্লা? তিন চিল্লা? ইত্তাদি। যে যাবে তাকে সেটা আবার উঠে জোরে সোরে বলতে হয় (আরো অনেককে আকৃষ্ট করার জন্য মনে হয়!) এ পর্বটা এতই বিরক্তিকর (disgusting) যে অনেকেই দেখতাম মাথা নীচু করে চুপ করে বসে থাকতো! এর ওর দিকে এ্যাঙ্গেলে তাকাতাকি করতো। পাশের কেহ কেহ আবার তাদের পিড়াপিড়ি ও করতো। কেহ কেহ দেখতাম নিজের ইচ্ছার বিরুধ্যে হলেও কারো অনুরোধে ঢেঁকি গেলার মতো লজ্জায় উঠে দ্বারাতো। আর এ সময় টাতে এমন সব কথা-বাত্রা শুনানো হতো যেগুলো শুনে যেমন হাসি পেত তেমনি আবার বিরক্ত ও লাগতো। যেমন, শুধু খাতায় নাম লিখে না গেলেও নাকি আল্লহ’র খাতায় নেকি লেখা হয়ে যাবে! কেমন যেন এক ধরনের ভাওতাবাজি মনে হতো! মনে হতো খাতায় নাম লিখিয়ে ট্র্যাপে ফেলানোর চেস্টা, যেটা ইউনিভার্সিটি গুলোতে ফার্স্ট ইয়ারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা করে থাকে। কোন রকমে একবার লিস্টে নাম লেখাতে পারলেই হয়ে গেলো, ব্যাস, তখন থেকে সে ঐ দলের সদস্য! আর ঐ লিস্ট থেকে নাম কাটাতে গেলে খবরই আছে! দু-চার মাস ইউনিভার্সিটি ভ্যাকান্ট ও হয়ে যেতে পারে। তাবলীগের ক্ষেত্রে হয়তো সেটা না। মানুষকে আকৃষ্ট করাই হয়তো উদ্দেশ্য। কে জানে! আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যখন কোন ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বা বড় কোন বি.সি.এস. কর্মকর্তা তাবলীগে যোগ দেয় তখন সেটা ফলাও করে বিভিন্ন সার্মোনে প্রচার করা হয়। এরকম আরো। আমি অত্যন্ত খোলামেলা ভাবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথাগুলো বললাম। কেহ ব্যক্তিগত ভাবে নেবেন না, প্লিজ।

যাইহোক, দেশের রাজনৈতিক দলগুলো যারা ক্ষমতায় আসিন, যারা দেশের বিভিন্ন বড় বড় পদে কর্মরত, তাদের মধ্যেই যখন ইভিলে ভর্তি তখন তাবলীগের মতো একটি নিরীহ দলের (রাজনৈতিক দল নয়) প্রতি আমার নিঃসন্দেহে কোন রকম ব্যক্তিগত আক্রোশ বা অন্য কিছুই নেই। **তবে দেশের এ ক্রান্তিলগ্নে একটি দল হিসাবে তাদের কি কোনই ভূমিকা নেই?** তারা নিশ্চয় অনেককেই বিভিন্ন ভাবে তাবলীগে অ্যট্রাক্ট করে থাকে। তারা নিঃসন্দেহে অনেকের অনেক মূল্যবান সময়কে ব্যয় করে। এ অবস্থায় দেশের প্রতি তাদের কি কোনই দায়িত্ব নেই? তারা একদম মিউট কেনো? ‘মৌনতা’ সম্মতির লক্ষণ হতেও পারে আবার নাও পারে। এ অবস্থায় তাদের স্ট্যান্ড দেশবাসীর জানার কি কোনই অধিকার নেই?

ধন্যবাদ।

রায়হান।